

আত্মজ্ঞানীর ব্যবহার

আত্মজ্ঞানীর ব্যবহার

নরিন্মল স্ফটিকি যমেন কোনো রঙের দ্বারা রঙীত হয় না ঠকি তমেননি আত্মজ্ঞানী পুরুষ কোনো কর্মফলের দ্বারা অন্তরে লপিত হয় না। শরীর এবং বাইরের ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মজ্ঞানী পুরুষের বিষয় অনুভব হইলেও নদিরাভাব সম্পন্ন অন্তর্মুখ অবস্থায় অবস্থান করে বিষয়ের সব কাজ করে। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার ফলে জগৎ মথিয়া ও অনতিয এই জ্ঞানে স্থিরি বুদ্ধি হওয়ায় বিষয়ের সকল কাজ করা সত্ববেও আত্মজ্ঞে ব্যাক্তি জগৎকে স্বপ্নবত জানিয়া কর্ম করে। তাহার ফলে তাকে কোনো প্রকার কর্মফল স্পর্শ করে না।

আত্মজ্ঞানী ব্যাক্তি বাইরের জগতে ধনী বা নরিন্দন যবে অবস্থাতে থাকুন তিনি সदा আত্মানন্দে ত্প্ত থাকেন। দহে দৃষ্টিভিন্ন সর্ব অন্তরে একই পরমাত্মকে দর্শন করে তিনি সমদর্শী লাভ করেন। তাই বিষয় ভোগাদি বা ভোজনাদি দহেরে দ্বারা সব কর্ম করিয়াও তিনি কিছুই করেন না। তাই তিনি কোনো নতুন কর্ম ফলে আবদ্ধ হন না।

আত্মজ্ঞানী ব্যাক্তি স্থান , কাল , পাত্র , তথি , নক্শত্র , শুভ -অশুভ যকোনো অবস্থা তে তার দহেত্যাগ হোক তিনি সর্বস্থায় পরম মুক্তি প্রাপ্ত হন।

রোগ যন্ত্রনায় শরীর হাহাকার করুক আর মূর্ছায় যাক সর্বস্থায় দহে অন্তে তার মুক্তি লাভ হয়।

আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় বা মাটিতে পড়িয়া গিয়া বা শয্যাশায়ী হইয়া , সুস্থ অবস্থায় বা মহা অসুস্থ অবস্থায়, কটে যদি তার শরীরকে হত্যা করে অথবা বিষি , অগ্নি বা জলের দ্বারা মৃত্যু হয় , বজ্রপাত বা সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় অর্থাৎ শরীরের মৃত্যু পৃথিবীর যকোনো কারণেই হোক আত্মজ্ঞানী ব্যাক্তি দহে অন্তরে পরম মুক্তি লাভ হয়। দহে ত্যাগেরে প্রকারন্ত অনুসারে তার মুক্তিরি কোনো হেরফরে হয় না। অর্থাৎ দহে যভোবে ত্যাগ হোক দহে ত্যাগেরে পর অনবিার্য মুক্তি তার অবস্থায় লাভ হইয়া থাকে ।

আত্মজ্ঞানী ব্যাক্তি বাইরে বিষয় পরপূরণ থাকিয়া অন্তরে আত্মস্থতিত্তি তে তার কোনো প্রকার মুক্তি তে বাধা সৃষ্টি হয় না।

কোনো প্রকার কামনা - বাসনা , স্ত্রীসঙ্গ - পুরুষসঙ্গ কামনা না থাকে সইরকম ব্যাক্তি আত্মজ্ঞান লাভেরে যোগ্য।

অর্থাৎ , ধন আকাঙ্খা , সংসার আকাঙ্খা , বিষয় ভোগ , প্রতষ্টিঠার আকাঙ্খা , সুন্দরতম আকাঙ্খা , কোনো প্রকারেরে কামনা - বাসনা মনেরে মধ্যে সুপ্ত বা গুপ্ত অবস্থায় থাকে সে কখনই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না।